আত্মমর্যাদাশীল সিএসও-এনজিও সেক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ বিষয়ে প্রচারণা

ঢাকা বিভাগীয় কর্মশালা

২৫ অক্টোবর ২০১৮, এনজিও ব্যুরো মিলনায়তন, ঢাকা

গত ২৫ অক্টোবর ২০১৮ ঢাকার এনজিও ব্যুরো মিলনায়তনে মিলনায়তনে 'আত্মমর্যাদাশীল সিএসও-এনজিও সেক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ বিষয়ে প্রচারণা' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রচারণা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ঢাকা বিভাগের ১৩টি জেলা থেকে স্থানীয় এনজিও, আইএনজিও প্রতিনিধি, ডোনার সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। পরিচিতি পর্ব সঞ্চালনা করেন কোস্ট ট্রাস্ট এর সহকারী পরিচালক মোস্তফা কামাল আকন্দ। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরী।

ঢাকা: স্থানীয়করণ বিষয়ক প্রচারণা

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) কে এম আব্দুস সালাম। গ্রাম বিকাশ সহায়ক সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মাসুদা রত্না, অক্সফামের প্রকল্প পরিচালক এম এ আখাতার, এডাবের পরিচালক একেএম জসিমউদ্দিন, এফএনবির পরিচালক রফিকুল ইসলাম, সিডিএফ এর চেয়ারম্যান মুর্শেদ আলমসহ আরো অনেকে।

জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে দিনের অধিবেশন শুরু হয়। এরপরই সঞ্চালক কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল ইসলাম চৌধুরী দিনের কর্মসূচি বর্ণনা করেন। আলোচনার শুরুতেই তিনি গ্রান্য বারগেন এর বিষয়বস্তু এ প্রক্ষাপট বর্ণনা করেন। তিনি কর্মশালায় আলোচিত গ্রান্ড বারগেন, চার্টার ফরচেইঞ্জ, ডেভেলপমেন্ট এফেকটিভনেস, GPDC ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন। তিনি অংশগ্রহণকারিদের নিজেদের উদ্যোগে অনেক কিছু জানতে জানতে বলেন কারন এখনকার এনজিও-সিএসওরা নলেজ লিডার না হলে পিছিয়ে পরতে হবে।

এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) কে এম আব্দুস সালাম অর্থের সংস্থান সম্পর্কে বলেন, পিকেএসএফ সরকারের তরফ থেকে প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা দেয়। একইভাবে এনজিও ফাউন্ডেশনম, প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন ইত্যাদি সংস্থার মাধ্যমে সরকার এনজিওগুলোকে সহায়তা করে থাকে। সরকার আরও সক্ষম হলে আরও অর্থের সংস্থান হবে। তাই অর্থায়ন নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

কে এম আব্দুস সালাম

গোকুল কৃষ্ণ ঘোষ

এম এ আখাতার

এনজিও ব্যুরোর পরিচালক গোকুল কৃষ্ণ ঘোষ বলেন, এনজিওরা হলেন সরকারের সম্পুরক শক্তি। এনজিও ব্যুরো এনজিওদের সহযোগিতা করে। আর স্থানীয়করণের ক্ষেত্রে এনজিওদের সাহায্য করার জন্য সরকারি সংস্থা হিসেবে এনজিও ব্যুরো তাদের সহায়তা করতে বদ্ধপরিকর। এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে তারা সবসময় এনজিওদের পাশে থাকবেন।

অক্সফামের প্রকল্প পরিচালক এম এ আখাতার বলেন, স্থানীয় করনের বাংলাদেশ অনেটা এগিয়ে আছে। তিনি বলেন এই স্থানীয়করণের প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রয়োজন একই সাথে এ বিষয়ে জ্ঞানের চর্চা প্রয়োজন।

একেএম জসিমউদ্দিন

সুরেস হালদার

আভার সুরেস হালদার বলেন, এনজিও সেক্টরে এক ধরণের মধ্যস্বত্তভোগী তৈরি হয়েছে। বিদেশী ফান্ডের বেশিরভাগ অংশ মধ্যসত্ত্বভোগী সংগঠনের কাছে চলে যায়।

এডাবের পরিচালক একেএম জসিমউদ্দিন বলেন, সক্ষমতা কম থাকার দোহায় দিয়ে আমাদের ছোট এনজিওদের দূরে রাখা হয়। ফান্ড দেয়া হয় না। এক্ষেত্রে অনেক বড় সংগঠনের সাথে ছোট সংগঠনের এক ধরনের অসামাঞ্জস্য প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। তিনি প্রশ্ন করেন, এনজিওরা কোন ট্রেড না তবুও পৌরসভা, ইউনিয়ন কাউন্সিল বা সিটি কর্পরেশন থেকে কেন ট্রেড লাইসেন্স নিতে বলা হয়? আবার স্থানীয় প্রকল্পে কাজ করার জন্য এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন চাওয়া হয়। এনজিও ব্যুরো রেজিস্ট্রেশন ও নবায়নের জন্য ফি পরিশোধের মাধ্যমে সরকারকে রেভিনিউ দেয়া হচ্ছে। অথচ এখন সেই টাকার উপরেও ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন এনজিওরা কত টাকা দেশে আনছেন এবং কি পরিমান কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে তার একটি হিসেব জাতীয় বাজেটে দেয়া উচিত।

রেবেকা সান-ইয়াত

সিইউপি এর নির্বাহী পরিচালক রেবেকা সান-ইয়াত বলেন, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়তির ফলে বিদেশী সাহায্যে বড় একটা অংশ সরকারের মাধ্যমে আসবে। নীতিমালা অনুযায়ী সেটি টেন্ডারের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশ নিয়ে এনজিওরা কাজ পাচ্ছে না, আর ছোট এনজিওদের জন্য কাজটি আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

মাসুদা রত্না

গ্রাম বিকাশ সহায়ক সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মাসুদা রত্না বলেন দাতা সংস্থা স্থানীয় ছোট এনজির উপর ভরসা করতে না পেরে প্রশিক্ষিত অন্য সংস্থার মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। আবার দাতাদের নতুন ফর্মুলা হলো দাতাদের দেয়া অর্থের পাশাপাশি তারা চায় স্থানীয় সংস্থাও এক্ষেত্রে অর্থের সংস্থান করবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের হবিগঞ্জ শাখার সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জেল সোহেল বলেন, ফন্ডের জন্য নতুন কোন পন্থা অবলম্বম করা যেতে পারে। সবাই তো সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করতে সক্ষম নয়।

ইপসার প্রধান নির্বাহী মো. আরিফুর রহমান বলেন স্থানীয় অনেক সংগঠন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এনজিও কর্মকান্ডে যুক্ত হন। যার ফলে তাদের দক্ষতার ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের প্রক্রিয়ায় যেসকল শর্ত থাকে সেগুলে স্থানীয় অনেক এনজিওর জন্য পালন করা সক্ষম হয় না।

সিডিএফ এর চেয়ারম্যন মুর্শেদ আলম সরকার বলেন, অনেক দাতা সংস্থা বলেন স্থানীয় সংগঠনের সক্ষমতা কম। কিন্তু এটা একটি অজুহাত। এ ধরণের কথা বলা ঠিক নয় এই কারনে যে স্থানীয় সমস্যায় এই সংগঠনগুলো এগিয়ে আসে।

চেয়ারম্যন মুর্শেদ আলম সরকার

রফিকুল ইসলাম

এফএনবির পরিচালক রফিকুল ইসলাম বলেন, পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ এনজিও কর্মকাণ্ড বাংলাদেশে হয়ে থাকে। এসজিও সেক্টরে আমাদের প্রায় ৪৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এখনো আমাদের আমাদের অপরিপক্ক বললে সে কথা ঠিকবে না।

শুরুতেই এই কর্মশালার নীতিমালা ও মুল্যবোধ উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারি পরিচালক শওকত আলী টুটুল।

অংশীদারিত্বের নীতিমালা:

উপস্থাপনা করেন শওকত আলী টুটুল, সহকারী পরিচালক, কোস্ট ট্রাস্ট।

অংশীদারিত্ব নীতিমালার ভিত্তি:

১. নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালন, পার্টনার এনজিওদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের নিকট জবাবদিহিতা।

২. মতামতের ভিন্নতা প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, এগুলিকে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক নির্ভরশীলতাকে স্বীকৃতি প্রদান।

৩. কার্যকর অংশীদারীত্ব গঠন, তা ধরে রাখা এবং উন্নয়ন।

অংশীদারিত্বের পাঁচ নীতিমালা:

১. স্বচ্ছতা:

- সংগঠনসমূহের মধ্যে পারস্পারিক মত বিনিময় এবং তথ্য আদান-প্রদান এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা অর্জন।
- যোগাযোগ এবং আর্থিকসহ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা সংস্থাসমূহের মধ্যকার বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি।

২. ফলাফল নির্ভর রীতি-নীতি:

- মানবিক কার্যক্রম হবে বাস্তব ভিত্তিক এবং কর্মমুখী। এজন্য দরকার পার্টনারদের মধ্যে সুদৃঢ় পরিচালন সক্ষমতা ও যোগ্যতা নির্ভর ফলপ্রসূ সমন্বয়।

৩. ফলাফল নির্ভর রীতি-নীতি:

- মানবিক কার্যক্রম হবে বাস্তব ভিত্তিক এবং কর্মমুখী। এজন্য দরকার পার্টনারদের মধ্যে সুদৃঢ় পরিচালন সক্ষমতা ও যোগ্যতা নির্ভর ফলপ্রসূ সমন্বয়।

৪. দায়িত্ব:

- সততার সাথে প্রাসঙ্গিক এবং সঠিক উপায়ে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহের নৈতিক দায়িত্ব।
- প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা, যোগ্যতা, সামর্থ্য এবং সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়ার পরই কার্যক্রম শুরু করতে হবে।
- এসব প্রতিশ্রুতির অপব্যবহার সার্বিকভাবে প্রতিরোধের জন্য সংগঠনগুলো সদা সচেষ্ট থাকবে।

৫. সম্পূরক মনোভাব:

- সংগঠনসমূহ ভিন্নতা তখনই সম্পদ হবে যখন একে অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দিবে এবং পরস্পর পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ের দক্ষতা অন্যতম একটি সম্পদ যা তৈরি ও বৃদ্ধি করতে হবে।
- যখনই সুযোগ আসবে মানবিক কর্মকাণ্ডে একে সংগঠনগুলি এটিকে অবিচ্ছেদ অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে সচেষ্ট থাকবে।
- ভাষা ও কৃষ্টি অবশ্যই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না এবং এই বাধা অতিক্রম করতে হবে।

গ্রান্ড বারগেইন: উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক শওকত আলী টুটুল।

২০১৫ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক মানবিক অর্থায়ন বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল নিয়োগ দেওয়া হয় "Too Important to Fail: Addressing the Humanitarian Financing Gap" যার অন্যতম সুপারিশ ছিল সংকটকালীন অবস্থা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, দুর্যোগ প্রশমন ও হ্রাস কল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং

সম্পদ নির্ভর মানবিক কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করার বিশ্বব্যাপী মানবিক চাহিদার পরিমাণ হ্রাস করা। যার মধ্যে আরও ছিল স্থানীয় সক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং Transaction cost কমিয়ে আনা।

এসকল সুপারিশমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ৩৫টির অধিক দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট, আন্তর্জাতিক এনজিও নিজেদের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে যার নাম "Grand Bargain"। WHS সম্মেলনে গ্রান্ড বারগেইন গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয় এবং WHS আউটকাম প্রতিবেদনে এটি যুক্ত হয়।

সই সকল দাতা ও সাহায্য সংস্থার যারা মানবিক কর্মকাণ্ডের ফলাফল আরও কার্যকরী করতে ১০ টি মুল কর্মস্রোতের আওতায় ৫২ টি অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গ্রান্ড বার্গেইন সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

কর্মস্রোতসমূহ:

১. অধিকতর স্বচ্ছতা

২. জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের জন্য আরও অর্থায়ন কৌশল এবং সহযোগিতা প্রদান

৩. নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কর্মসূচির প্রসারে কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করা

৪. নিয়মিত বিরতিতে পর্যালোচনাসহ ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি হ্রাস করা

৫. যৌথ এবং নিরপেক্ষ চাহিদা পর্যালোচনা ব্যবস্থার উন্নয়ন

৬. অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা

৭. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকাণ্ডকে যুক্ত সহযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা

৮. দাতাদের অর্থায়ন বা বরাদ্দকৃত তহবিল কোন কর্মসূচির জন্য সুনির্দিষ্ট করার চর্চা যথাসম্ভব সীমিত করা

৯. প্রতিবেদন প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়াকে সহজ এবং সরলীকরণ করা

১০. মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সংযোগ বৃদ্ধি করা

এ বিষয়ে পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়।

চার্টার ফর চেইঞ্জ

উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক মুজিবুল হক মুনির।

মুজিবুল হক মুনির তার প্রেজেন্টেশনে দাতা সংস্থার ফান্ড দেয়ার কারন ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। ডোনারদের ফান্ড নেয়ার ব্যাপারে স্থানীয় সংগঠনের সমমর্যাদা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ডোনারদের থিমের থেকে স্থানীয় অর্গানাইজেশনের চাহিদার ভিত্তিতে ফান্ড ও তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করা জরুরী। চার্টার ফর চেইঞ্জ এ ৪৩টি দেশের ১৫০ টি দাতা সংস্থা ৮টি প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করেছে। সেগুলো হল।

১. মানবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত উন্নয়নশীল দেশগুলোর এনজিওগুলোর প্রতি সরাসরি অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা

২. অংশীদারিত্বের নীতিমালা পুন-নিশ্চিত করা

৩. দক্ষিণের দেশসমূহের জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিওদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা

৪. স্থানীয় দক্ষতাকে ছোট করে দেখার প্রবণতা বন্ধ করা

৫. দেশীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া

৬. সাব কন্ট্রাকটিং সংক্রান্ত বিষয় :

৭. ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি

৮. অংশীদারদের বিষয়ে জনগণ এবং সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ

তহবিল কার্যকারিতা থেকে উন্নয়ন কার্যকারিতা: উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক মুজিবুল হক মুনির।

AID effectiveness to Development Effectiveness এর আলোচনায় এইড মূলত দানের থেকে বেশি বাণিজ্যিক। বিভিন্ন পর্যায়ের এনজিওর জন্য ইস্তাম্বুল প্রিন্সিপ্যাল তৈরি করা হয়। GPEDC এর প্লাটফর্মের মাধ্যমে আমরা একটা নৈতিক শক্তি অর্জন করেছি এবং এর মাধ্যমে আমরা ন্যয্যতাভিত্তিক পুণর্বণ্টনের জন্য দাবি করতে পারছি।

তহবিল কার্যকারিতা	উন্নয়ন কার্যকারিতা:
▪ দাতব্য	▪ ন্যায়বিচার ভিত্তিক
▪ দারিদ্রের লক্ষণ নিয়ে কাজ করা	▪ দারিদ্রের মূল কারণ নিয়ে কাজ
▪ মানব চাহিদা	▪ মানব অধিকার
▪ ট্রিকল ডাউন	▪ সমতাভিত্তিক বণ্টন
▪ স্বল্প মেয়াদী ফল	▪ দীর্ঘমেয়াদী ফল
▪ দাতা সংস্থা চালিত	▪ সকল উন্নয়ন অংশীদার চালিত
▪ নারী সমতা	▪ জেন্ডার সমতা/ সাম্যতা

- কর্মসংস্থান
- অরাজনৈতিক সেবা প্রদান
- মর্যাদাপূর্ণ কাজ
- রাজনীতিই ক্ষমতা